ছবি চিনলেন পরাশর বর্মা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

অনির্বাণ প্রকাশনী । ৩এ, গোবিন্দ বসু লেন । কলকাতা ১২

প্রকাশক :
রুদ্রেন্দু সরকার
অনির্বাণ প্রকাশনী
৩এ, গঙ্গাধরবাবু লেন
কলিকাতা-১২

পরিবেশক :
বুকস এ্যাণ্ড পিরিয়ডিক্যালস
ডিসট্রিবিউটিং কোং
১৫, গণেশচন্দ্র এভিন্যু
কলিকাতা-১৩

সহযোগিতায় :
ইউ, বি, আই

মুদ্রক :
হরিপদ পাত্র
সত্যনারায়ণ প্রেস
১, রমাপ্রসাদ রায় লেন
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ :
গৌতম রায়

প্রথম সংস্করণ :
ফাল্গুন ১৩৬৭

শ্রীদুর্গাদাস সরকার

পরম স্নেহাস্পদেষু

পরাশর বর্মার সব কীর্তির পিছনে নগণ্য কৃত্তিবাসের ভূমিকাটুকু পাঠকেরা একেবারে ভুলে না গেলেই আমি কৃতার্থ।

রীতিমত রোমাঞ্চকর ব্যাপার।

এবং এবার একেবারে গোড়া থেকেই।

কালো বর্ডার দেওয়া খাম দেখে প্রথমটা কোন শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণের চিঠি বলে মনে হয়েছিল।

চিঠিটা খোলবার পর অবাক।

অবাক শুধু নয়, রীতিমত স্তম্ভিত।

এ চিঠির মানে কি? কোন রকম ঠাট্টা যদি হয়, তাহলে বড় সাংঘাতিক বেয়াড়া ঠাট্টা বলতে হবে।

চিঠির ভাষা থেকে ঠাট্টা নয় বলেই কিন্তু সন্দেহ হয়। চিঠির ছাপার অক্ষরের মধ্যেই যেন দাঁতে দাঁত চাপা হিংস্র শাসানির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

খামের ওপর নাম-ঠিকানা আছে, কিন্তু আসল চিঠিতে কোন সম্বোধন নেই। শুধু ছাপার অক্ষরের মত নিখুঁত করে লেখা:

> ভবিষ্যৎ শ্রাদ্ধের একটু ইশারা পাঠালাম। খুব তাড়াতাড়ি স্বর্গীয় হবার ইচ্ছে যদি না থাকে, তাহলে সুবোধ ছেলে হয়ে নিজের চরকায় তেল দাও গিয়ে। হলদি ঝর্ণার ধারে আর একটা লাশ তাহলে পড়বে না।

চিঠিটা আমার নামে নয়। বুক পোস্টে খোলা খামে এসেছে বলে, আর কালো বর্ডার থাকায় সাধারণ শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণের চিঠির মত দেখাবার দরুন খুলে পড়ে ফেলেছি।

সে অপরাধটা মারাত্মক নয়, কিন্তু যার নামে পাঠানো তার হাতে চিঠিটা পৌঁছে দেওয়া তো অবিলম্বে দরকার।

কিন্তু তাকে পাই কোথায়?

খানিক আগে তাকে অবশ্য খুব মনোযোগ দিয়ে পুরোন একতাড়া খবরের কাগজ পড়তে দেখেছি। তারপর এই মিনিট দশেকের মধ্যে সে উধাও হল কেমন করে?

এ-বাড়ি ও বাগানের জিম্মাদার মালী রামকিষণকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম, বাইরে কোথাও সে যায় নি।

বাইরে যখন যায় নি, বাড়ির ভিতরেও তাকে পাওয়া যাচ্ছে না, তখন আবার কি সেই কেলেঙ্কারি কাণ্ড সে করছে?

দেহের এ মেদভার নিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হাঁফাতে হাঁফাতে ছাদে উঠে গিয়ে দেখি, যা আশঙ্কা করেছিলাম তাই।

ওপরের লগিয়া গোছের হাওয়া-ঘরের একটা দেয়ালের আড়ালে নিজেকে প্রায় লুকিয়ে পরাশর চোখে দূরবীন লাগিয়ে সেই দূরের বাড়ির ছাদ লক্ষ্য করতে তন্ময়।

পরাশর!—গলার স্বর না তুলে তাতে যতখানি সম্ভব বিস্ময় বেদনা তিরস্কার মিশিয়ে ডাক দিলাম।

পরাশর চমকে উঠল কি?

মোটেই না। তার বেহায়াপনা অনেক মোটা চামড়ার।

আমার দিকে একবার ফিরেও না তাকিয়ে, দূরবীনটা সমানে চোখে ধরে রেখে সে অম্লান বদনে বললে, বড় একটা মজার ব্যাপার দেখছি হে!

তোমার কাছে এটা মজার জিনিস!—এবার ভর্ৎসনার সঙ্গে একটু ঘৃণাও মেশালাম।

কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা!